

July-22

Tourism sector to be tobacco-free

PUBLISH DATE - JULY 22, 2019, 10:17 PM



Dhaka, 22nd July (UNB) – Written instructions to follow the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy will be sent to the associate institutions of Bangladesh Tourism Board, and all the institutions under the board will be completely smoke-free. An orientation meeting on “Tobacco-free Hospitality Sector Strategy” was held on Monday, 22nd July in the Conference

Room of the Bangladesh Tourism Board office, where the Additional Secretary and Chief Executive Officer of Bangladesh Tourism Board Dr Bhubon Chandra Biswas expressed his organization’s will to implement tobacco-free atmosphere in it. Dhaka Ahsania Mission (DAM) and Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) jointly organized the meeting. Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW)’s joint secretary Mr Md Khairul Alam Sheikh attended the meeting as a Special Guest. In his speech, he said the written guidelines prove that implementing the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy is indeed a very significant issue. Assistant Director and Project Coordinator of DAM health sector Md. Mukhlesur Rahman presented the Tobacco-free Hospitality Sector Strategy Paper in the meeting. High officials of Bangladesh Tourism Board, their associated institution representatives and anti-tobacco activists were also present at the meeting. In order to control and reduce tobacco usage all around the world through comprehensive actions, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) had been approved in 2003, and Bangladesh was the first country to sign it. As a continuation of the efforts, the Government of Bangladesh enacted “Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005” and formulated necessary rules in 2006. In 2013, the Government amended the law to make it more compliant to the FCTC and formulated the rules in 2015. The Law prohibits smoking in all the public places. It has been observed in many instances that the smoking incidences (both active and secondhand) are relatively higher in the hospitality sector than what is in other public places. The public places in hospitality sector include hotels, motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc. WHO conducted the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2017, and according to the report, at least 50% population has been becoming exposed to secondhand smoking in restaurants. In order to protect the non-smokers who are getting exposed to the harmful consequences of tobacco use while receiving the services from the hospitality sector- orientation on the strategy paper has become a necessity for Bangladesh Tourism Board.

<http://unb.com.bd/category/Bangladesh/tourism-sector-to-be-tobacco-free/24033>

Written instructions for tobacco-free hospitality stressed

STAFF REPORTER, Dhaka

An orientation meeting on "Tobacco-free Hospitality Sector Strategy" was held yesterday in the Conference Room of the Bangladesh Tourism Board office, Dhaka.



Ahsania Mission (DAM) and Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) jointly organised the meeting which was presided by Dr Bhupen Chandra Biswas, Additional Secretary and Chief Executive Officer, Bangladesh Tourism Board, said a press release yesterday.

He said, "Written instructions to follow the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy will be sent to the associate institutions of Bangladesh Tourism Board, and all the institutions under the board will be completely smoke-free".

Md Khairul Alam Sheikh, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) attended the meeting as a special guest. In his speech, he mentioned that the written guidelines prove that implementing the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy is indeed very important issue.

Md Mukhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator, DAM Health Sector, presented the Tobacco-free Hospitality Sector Strategy Paper through power point.

High officials of Bangladesh Tourism Board, their associated institution representatives and anti-tobacco activists were present at the meeting.

Tourism sector to be tobacco-free

Published at 01:25 am July 23rd, 2019



It has been observed in many instances that the smoking incidences (both active and secondhand) are relatively higher in the hospitality sector than what is in other public places. Written instructions to follow the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy will be sent to the associate institutions of Bangladesh Tourism Board, and all the institutions under the board will be completely smoke-free. An orientation meeting on "Tobacco-free Hospitality Sector Strategy" was held on Monday, 22nd July in the Conference Room of the Bangladesh Tourism Board office, where the Additional Secretary and Chief Executive Officer of Bangladesh Tourism Board Dr Bhupon Chandra Biswas expressed his organization's will to implement tobacco-free atmosphere in it. Dhaka Ahsania Mission (DAM) and Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) jointly organized the meeting. Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW)'s joint secretary Mr Md Khairul Alam Sheikh attended the meeting as a Special Guest. In his speech, he said the written guidelines prove that implementing the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy is indeed a very significant issue. Assistant Director and Project Coordinator of DAM health sector Md. Mukhlesur Rahman presented the Tobacco-free Hospitality Sector Strategy Paper in the meeting. High officials of Bangladesh Tourism Board, their associated institution representatives and anti-tobacco activists were also present at the meeting. In order to control and reduce tobacco usage all around the world through comprehensive actions, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) had been approved in 2003, and Bangladesh was the first country to sign it. As a continuation of the efforts, the Government of Bangladesh enacted "Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005" and formulated necessary rules in 2006. In 2013, the Government amended the law to make it more compliant to the FCTC and formulated the rules in 2015. The Law prohibits smoking in all the public places. It has been observed in many instances that the smoking incidences (both active and secondhand) are relatively higher in the hospitality sector than what is in other public places. The public places in hospitality sector include hotels, motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc. WHO conducted the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2017, and according to the report, at least 50% population has been becoming exposed to secondhand smoking in restaurants. In order to protect the non-smokers who are getting exposed to the harmful consequences of tobacco use while receiving the services from the hospitality sector - orientation on the strategy paper has become a necessity for Bangladesh Tourism Board.

<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rules-and-regulations/2019/07/23/tourism-sector-to-be-tobacco-free>

July-24



Dhaka Ahsania Mission and Campaign for Tobacco Free Kids jointly organise a meeting on 'Tobacco-free Hospitality Sector Strategy' at Bangladesh Tourism Board office in Dhaka on Monday. — Press release

http://epaper.newagebd.net/images/24_07_2019/regular_42524_news_1563910326.jpg

July-23

ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন ভবন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা হবে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনা শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা হবে।

তামাকমুক্ত হাসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভায় এ তথ্য জানানো হয়। ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যান্সাইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর সহযোগিতায় গতকাল বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভূবনচন্দ্র বিশ্বাস।

সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হাসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিপিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনা হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেক্টর সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ। তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হাসপিটালিটি ১১ পৃঃ ৬-এর কলামে

ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন ভবন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা

৩য় পৃষ্ঠার পর

সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিপিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হাসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজম বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।



ঢাকা আহুতানিয়া মিশন ও ক্যান্সাইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্‌ এর সহযোগিতায় সোমবার বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় উপস্থিত অতিথিরা

ঢাকা আহুতানিয়া মিশন তামাকমুক্ত হসপিটালিটি বাস্তবায়নে সভা

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহুতানিয়া মিশন ও ক্যান্সাইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্‌ এর সহযোগিতায় সোমবার বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সব ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মুগা সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো. খাইরুল আলম সেখ। তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এ চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে। পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সব পাবলিক প্রেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যান্য পাবলিক প্রেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন : হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরিচালিত GobaAdult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অনুসারে শুধু রেস্টুরেন্টে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

July-23

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
নিজস্ব প্রতিবেদক, ডেল্টাটাইমস, আপডেট : ২৩ জুলাই ২০১৯

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভার সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী



সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ এবং তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মেঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে **Framework Convention on Tobacco Control** বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য পাবলিক প্লেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন- হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁ, বারইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত **Global Status Report on Tobacco** প্রায় ৫০% মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে তামাক ব্যবহার না করে ও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্তে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে।

<http://deltatimes24.com/newsdetails/1092616192>

July – 22

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনায় গুরুত্বারোপ

২০১৯ জুলাই ২২ ১৭:৫৯:৩৮



বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদকঃ ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা আয়োজিত হয়েছে।

আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস।

তিনি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো: খাইরুল আলম শেখ তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন।

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ।

বিজনেস আওয়ার/২২জুলাই,২০১৯/আরআই

<https://businesshour24.com/article/42811>

July-22

ট্যুরিজম বোর্ডের সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত

July 22, 2019 bdmtronews

বিডিমেট্রোনিউজ ডেস্ক ॥ তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এ র সহযোগিতায় আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান



করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ ও সেলের সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ। তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ

মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে **Framework Convention on Tobacco Control** স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য পাবলিক প্লেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন- হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বারইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত **Global Adult Tobacco Survey** প্রায় ৫০% মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্তে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে।

<http://bdmtronews24.com/archives/54370>

July-22

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
রিপোর্টার নামঃ প্রতিদিনের কাগজ রিপোর্ট | আপডেট: ২২ জুলাই ২০১৯, ০৬:৩৭ পিএম



তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস বক্তব্য প্রদান করছেন।

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর সহযোগিতায় আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভার সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ এবং তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ঋৎধসবড়িৎশ পড়হাবহঃরড়হ ড়হ এঃডনধপপড় পড়হঃড়ঃঋঋঋঋ) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অন্যান্য পাবলিক প্লেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন- হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বারইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এডনধষঅফঃঃ এঃডনধপপড় ঋঃঋঋঋঋঋঋ) ২০১৭ অনুসারে শুধুমাত্র রেস্টুরেন্টে প্রায় ৫০% মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্তে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে।

<http://dailyprotidinerkagoj.com/news/26971>

July-22

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

৬:০২ অপরাহ্ন, জুলাই ২২, ২০১৯



টেকনাফ টুডে ডেস্ক : তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভার সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও

স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ এবং তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উপদ্রবন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control (FCTC) অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য পাবলিক প্লেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন- হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বারইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত Global Adult Tobacco Survey অনুসারে শুধুমাত্র রেস্টুরেন্টে প্রায় ৫০% মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্তে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে।

আপনার মন্তব্য লিখুন...

<https://teknaf.today.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/>



July-23

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড



সংবাদ বিজ্ঞপ্তি : তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আজ ২২ জুলাই, বেলা ১১.৩০ টায়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভার সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মোঃ খাইরুল আলম সেখ এবং তিনি বলেন, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেন। তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বোর্ডের সহযোগী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে **Framework Convention on Tobacco Control** চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অন্যান্য পাবলিক প্লেসের তুলনায় হসপিটালিটি সেক্টরে (যেমন- হোটেল, মোটেল, গেস্টহাউজ, রিসোর্ট, রেস্তুরেন্ট, বারইত্যাদি) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের হার বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত **Global Adult Tobacco Survey (GATS)** ২০১৭ অনুসারে শুধুমাত্র রেস্তুরেন্টে প্রায় ৫০% মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্তে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই কৌশলপত্রের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে। #####

শেয়ার করুন...

<http://www.satkhiranews.com/11702/>